Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বয়স্কদের জন্য ইলম ও কোরআন শিক্ষার গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আঞ্জুমান আরা লায়লা ইসলাম

রোলঃ 227021654

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বয়স্কদের জন্য ইলম ও কোরআন শিক্ষার গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আঞ্জুমান আরা লায়লা ইসলাম

রোলঃ 227021654

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বয়স্কদের জন্য ইলম ও কোরআন শিক্ষার গুরুত্ব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আঞ্জুমান আরা লায়লা ইসলাম, আইডিঃ 227021654 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বয়স্কদের জন্য ইলম ও কোরআন শিক্ষার গুরুত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

আঞ্জুমান আরা লায়লা ইসলাম

আইডিঃ 227021654

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

শুরুর আগে 1

ভূমিকা 1

ইলম অর্জন করার বয়স 3

ইলমের হুকুম 4

কতটুকু ইলম অর্জন করা মৌলিকভাবে ফরজে আইন 5

প্রয়োজন পরিমাণ ইলম কতটুকু 5

আসুন, একটু চোখ বুলাই ইতিহাসের পাতায় 6

কোরআন থেকে ইলম অর্জন 11

জীবনে সফলতা লাভের মাধ্যম' 12

ইলম ও আহলে ইলম প্রসঙ্গ 15

ইলমাহাত্ম্য 17

ইলম অন্বেষণে বিমুখিতা 18

বিপদের ঘনঘটা 19

ব্যস্ত হওয়া না ব্যস্ত করে রাখা? 23

শুরুর আগে

সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টির জগতের রবে;যিনি আমাকে অনস্তিত্ ।থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন যিনি দান করে চলেছেন অবারিত নেয়ামত তাঁর অফুরন্ত বান্ডার থেকে দরুদ এবং সালাম হযরত প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি আসমানে আলোয় যিনি আলোকিত করেছেন গোটা সৃষ্টি লোক যিনি বহন করেছেন নূর এবং তাতে সমুজ্জ্ব হয়েছে অন্ধকার ঢেকে থাকা হৃদয়গুলো আজ থেকে সাড়ে।চৌদ্দশ বছর আগে রমাদান মাসের এক নিশ্চুপ নিশুতি রাতে হেরা গুহায় জিব্রাইল আলাইহি সালাম নিয়ে এসেছিলেন কোরআন অন্ধকারের বেড়াজালে ঢাকা গোটা মানব সভ্যতা পেল একটা আসমানি জীবন বিধান আল কুরআন নাযিল হয়েছে জীবন বিধান হিসাবে আর সকল মিথ্যা আর অসত্যের প্রতি সেটা ছিল এক অনন্ত লড়াইয়ের ইশতেহার কুরআনে আল্লাহ সুবহানুতায়ালা বলেছেন কোরআন যদি পাহাড়ের উপরে নাযিল হতো তাহলে পাহাড় ধ্বসে পড়তো এতটাই তেজ আর শক্তি কোরআনের কথাগুলো ধারণ করে কি আশ্চর্য ঘটনা দেখুন সেই কুরআনকে মানুষের হৃদয়ে কত অবলীলায় ধারণ করতে পারে মহান রবের অপার অনুগ্রহ সুবহানাল্লাহ জীবনের সকল অনুষঙ্গ আর অনুঘটকের জন্য কুরআন পেশ করে অনুপম প্রস্তাব

আমার টপিকের নাম
বর্তমান সময়ে বয়স্কদের মাঝে কোরআন ও দ্বীনি ইলম শিক্ষার গুরুত্বপ্রয়োজনীতায়তাঃ

ভূমিকা

আল্লাহতালা তাঁর প্রিয় হাবিব মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কে বেশি কিছু অন্বেষণ করতে আদেশ করেননি . তিনি আদেশ করেছেন কেবল ইলেম অর্জন করার জন্য পবিত্র কুরআনের আল্লাহতালা নবী সাঃ কে আদেশ করে বলেন. কেবল ইলম অর্জন কর।

وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا)

'আর আপনি বলুন, "হে আমার পালনকতা' আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।”২।
সূরা ত্বহা ঃ১১৪

এলেম এমন এক মর্যাদা মণ্ডিত বৃক্ষের ন্যায় সকল গাছের সেরা এ গাছ এ যেন সবুজ শ্যামল ছায়ায় পরিপক্ক ফল বিশিষ্ট যার অন্বেষণ ইবাদত যার আলোচনা পূর্ণময়।

ইলেমের অধিকারীগণই আল্লাহকে অধিক ভয় কারি ইলেমের উত্তরাধিকারী গনই বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের সাক্ষাতের প্রতি আশা পোষণকারী এক কথায় ইলম সকল কল্যাণের চাবিকাঠি আল্লাহর আদেশ নিষেধ জেনে সঠিকভাবে আদায় করার মতো মাধ্যম এটি তাই ইলাম ব্যতীত আমলের কথা কল্পনাও করা যায় না কেননা এলেম অর্জনের মাধ্যমেই।যথাযথভাবে সঠিকভাবে আল্লাহর এবাদত করা যায় সঠিকভাবে আদায় করা যায় তাঁর বিধি বিধান হুকুম আহকাম দিনের প্রচার প্রসারের জন্য প্রয়োজন ইলম। ইমাম আহমদ রহমতুল্লাহ বলেন মানুষ যতটা না পানাহারের প্রতি মুখাপেক্ষী তার চেয়েও অধিক মুখাপেক্ষী জ্ঞান অর্জনের প্রতি কারণ সে তো দিনে দুই থেকে তিনবার পানাহারের প্রয়োজন অনুভব করে কিন্তু ইলেমের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় প্রতিটি মুহূর্তে যদি মানুষকে ইলেমের এ নিয়ামত দান করা না হত তবে তাদের ও চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে কোনই তফাৎ থাকতো না সুতরাং বোঝা উচিত।যে, কিসে মানুষকে এত শ্রেষ্ঠত্ব এনে দিয়েছে এর উত্তর হল ইলম আল্লাহতালা মানুষকে জ্ঞানও বুদ্ধি দিয়েছেন যার মাধ্যমে মানুষ মহান প্রতিপালকের দেওয়া দ্বীনের পূণ' অনুসরণ করতে পারে আনুগত্য করতে পারে

ইলম দ্বীন।শিক্ষা করা গুরুত্ব ঃ

ইলম বলা হয় কোরআন ও হাদিসের কথা এবং মাসলা মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞানকে ইলম বা এই জ্ঞান না হলে আমল আসে না। সহি ভাবে মাসলা মাসায়েল শিক্ষা না করলে সহি শুদ্ধভাবে আমল করা যায় না আর আমল সহি শুদ্ধ না হলে তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না এইজন্যই আবশ্যক পরিমাণ ইলম হাসিল করা, অর্থাৎ প্রয়োজন পরিমাণ মাসলা মাসায়েল শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর নারীর উপর ফরজে আইন। আর ফরয তরফ করা কবিরা গুনাহ এক হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর. (রাযিঃ)ইলেমের ফজিলত বর্ণনা করতে বলেছেন মাসলা মাসায়েল এবং দ্বীনি কথা শিক্ষা করার একটা মজলিস(৬০) বছর নফল ইবাদাত করার চেয়েও বেশি ফজিলত পূর্ণ কারণ ইল ম ছাড়া ইবাদাত হলে (৬০)বছর কেন ৬০ হাজার বছর করলেও তাতে কোন সওয়াব পাওয়া যাবে না গলত আমলের কোন মূল্য নেই।

ইলম অর্জন করার বয়স

বর্তমানে অনেকের ধারণা এমন দ্বীনি ইলাম তো সেই ছোট বয়সে শিখতে হয় মক্তব কিংবা মাদ্রাসায় আমরা তো এখন কর্মজীবী মানুষ কত কাজে আমাদের ব্যস্ত থাকতে হয়। এছাড়া বয়সও আমাদের এমন যে এখন তো আর ইলাম অন্বেষণের সময় নয় এমন চিন্তা ভাবনার কারণেই অনেক কর্মজীবী বা যুবক বৃদ্ধরা দ্বীন জ্ঞান অর্জন থেকে।বিমুখ থাকে ছোটবেলায় ইলম অর্জনের উপযুক্ত সময় তা সত্য;তবে এর অর্থ এটা নয় যে বাকি জীবন ইলম অর্জন থেকে দূরে থাকতে হবে একজন মুসলিম যেকোনো বয়সে শত ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও ইলম শিখতে পারে। আর শিখতে হবে এটাই তার উপর ফরজ। কিন্তু

বর্তমান যুগে ইলম শিক্ষা অনেক সহজ ঘরে বসেও ইলম অর্জন করা যায় অনলাইনের মাধ্যমে আরো অফলাইন তো কথাই নেই।আর ইলম অর্জন করার জন্য কোন নির্দিষ্ট বয়সের সীমারেখা নেই বরং এটাই ইসলামের ধ।রা বয়স্কদের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ল আমরা শুধু মনে করি যে ছোট ছোট বাচ্চারাই দ্বীনি ইলম ও কোরআন শিক্ষা করবে। আমাদের সমাজে এটা একটা মারাত্মক ভুল এবং শুধু ভুল ওই নয় বরং ইসলামের প্রথম অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত. এই কথাটার অর্থ কি? এর উত্তর হল আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম এর বয়স যখন ৪০ বছর তখন তিনি নবুয়াত প্রাপ্ত হয়েছেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু এর বয়স পঞ্চাশের উপর হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু এর নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর আপন চাচা বিশিষ্ট সাহাবী ৬৩ বছর বয়সে দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাহলে আপনি আমি কি আবু বকর (রাঃ) ওমর রাদিয়াল্লাহু এর চেয়ে বেশি আল্লাহ ওয়ালা?আমাদের এত সামান্য আমল তাও আবার দ্বীনি ইলম ও কুরআন না শিখে নিশ্চিন্তে কেমনে দিন কাটাই?

ইলমের হুকুম

✓ ইলম দুই প্রকার যথা-ইলমে শরয়ী, ইলমে গাইরে শরয়ী।

ইলমে শরয়ীর হুকুম : প্রয়োজন অনুপাতে শরয়ী ইলমের হুকুম ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যে ইলম ছাড়া ফরজ আদায় করা যায় না, তা শিক্ষা করা ফরজ। যেমন অজু, নামায ইত্যাদি। এ ব্যাপারে রাসূল সা. বলেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

'ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ। ৬। ইমাম নববী রহ. বলেন, হাদীসটি সাবেত না থাকলেও অর্থ সহীহ। আবার যেসব বিষয় জানা ছাড়া ওয়াজিব আদায় করা যায় না, সেসব বিষয় জানা ওয়াজিব। এমনিভাবে হালাল হারাম খানাপিনার ব্যাপারে জানাও ফরজ।

দ্বিতীয়ত: কিছু কিছু ইলম শেখা ফরজে কেফায়া, ইকামতে দ্বীনের জন্য যেসব বিষয় জরুরী। যেমন কুরআন হেফজ করা, হাদীস, ফেকাহ, উসুলে ফেকাহ, নাহু, সরফ, ইলমে লোগাত ইত্যাদিতে পারদর্শিতা অর্জন করা।

৬) আবু দাউদ ৩৬৪১।

। ফরজে কেফায়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কেউ কেউ শিখে নিজে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়; সকলে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায় অন্যথায় সকলে গোনাহগার হবে।

কিছু ইলম নফল পর্যায়ের; যেমন উসুলে আদিল্লায় গভীর পাণ্ডিত্য অর্জ করা। এমনিভাবে ফরজে কেফায়ার বাইরে পারদর্শিতা অর্জন করা।

ঃইলমে গাইরে শরয়ী

ইলমে গাইরে শরয়ী হলো, পার্থিব প্রয়োজনে যা শেখা হয়, যা ছাড়া পার্থিব প্রয়োজন পূরণ হয় না। যেমন চিকিৎসা-শাস্ত্র, শরীর-স্বাস্থ্যের জন্য যা জরুরী; গণিত-শাস্ত্র, যা লেনদেনের জন্য জরুরী। তবে চিকিৎসা শাস্ত্রে বা গণিত-শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করা-যা ছাড়াও চলে- মুস্তাহাব। আবার কিছু ইলম শেখা হারাম; যেমন জাদুটোনা ভেলকিভাজি ইতাদি বিষয়ে।

কতটুকু ইলম অর্জন করা মৌলিকভাবে ফরজে আইন

প্রয়োজন পরিমাণ মাসাআলা-মাসায়েল শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর নারীর উপর ফরযে আ ইন। আর ফরয তরক করা কবীরা গোনাহ।

প্রয়োজন পরিমাণ ইলম কতটুকু

প্রয়োজন পরিমাণ ইলম বলতে বোঝায় নামায, রোযা ইত্যাদি ফরয বিষয়ের মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা করা এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তির যেসব লেনদেন ও কায়-কারবার করতে হয়, সেসব বিষয়ের মাসআলা মাসায়েল হুকুম-আহকাম ও নিয়ম কানুন জানা। আমরা যদি নামায, রোযা,হজ্ব, যাকাত, উযূ, গোসল ইত্যাদি বিষয়ের মাসাআলা-মাসায়েল শিক্ষা না করি তাহলে আমাদের ফরয তরক করার গোনাহ হতে থাকবে।

হাদিছ শরীফে ইরশাদ হয়েছেঃ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ . (ابن ماجة)

সমস্ত মুসলমান নর-নারীর উপর ইলম শিক্ষা বা(অর্জন) করা ফরয।
দ্বীনের উপর চলতে যতটুকু জ্ঞান দরকার তা শিক্ষা করা প্রত্যেকে নারী-পুরুষের উপর ফরয যেমন ঈমান-আকীদা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিষয়ে অর্জন করা সকলেরই ফরয। সাথে সাথে যে ব্যক্তি ব্যবসায়ী তার এ এব্যবসার মাসআলা-মাসায়েল জানা ফরয। যে চাকুরিজীবী তার উপর। চাকরি সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল জানা ফরয। যিনি গৃহিণী তার উপর ছেলে মেয়ে লালন-পালন, স্বামীর খেদমত ইত্যাদি বিষয়ের মাসআলা- - জানা ফরয। এমনি ভাবে যে যে লাইনে বা যে যে পেশা নিয়ে চলছে সে সেই লাইনে চলতে গেলে তার জীবনে যা যা করতে হবে সেসব বিষয়ে মাসআলা-মাসায়েল জানা তার উপর ফরয। এই ফরয পরিত্যাগ করার পাপে আমরা অনেকেই জর্জরিত আছি। আমরা অনেকেই যা যা জানার তা জানি না, অথচ সেটা জানা ফরয।আর এইসব মাসআলা মাসায়েল পথ নির্দেশিকা আল্লাহ সুবাহানাতালা তাঁর পবিত্র কালাম কুরআন মাজিদে আমাদের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছেন। তাই আমাদের যেহেতু জীবন ধারণের জন্য মাসাআলা মাসায়েলেরপ্রয়োজন সেই সাথে তারচেয়ে বেশি প্রয়োজন কোরআন শিক্ষা করা আমার বয়স হয়ে গেছে এই কথা বলে আমি যদি আল কুরআন শিক্ষা গ্রহণ না করি তাহলে প্রতিনিয়ত কত বড় বড় কাবিরাগুনাহের কাজ করছি। কথাটা বলতেই অন্তরটা ভয়ে দুমড়ে মুছরে যায় অথচ আমরা বয়সের অজুহাত দিয়ে আল কুরআন ও ইলমেদ্বীনি শিক্ষা না করে নিশ্চিন্তে মনে আমি নিজেকে একজন আল্লাহর খাঁটি বান্দা হিসাবে মনে করতেছি।যারা বয়স্ক আছেন তারা নিজেরা একবার চিন্তা করেন তো

আমি কি আসলেই আল্লাহর দেখানো নির্দেশিত পথে চলছি? আমার জীবন অতিবাহিত করছি? আল্লাহর কাছে কি সঠিক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব? আমার তো জীবন থেকে একটি দিন অতিবাহিত হওয়া মানে আমার জীবন থেকে একটি দিন চলে গেল।
আমাদের উচিত প্রতিটা মুহূর্তকে কাজে লাগানো যাতে আমরা মহামূল্যবান ইলমের মর্যাদা শিক্ষা লাভ করতে পারি স্বীয় ইলম এর মাধ্যমে আল্লাহতালার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারি।

সাহাবায়ে কেরাম তারা তো ছিলেন বয়স্ক
সাহাবায়ে কেরাম তো লেখাপড়া কিছুই জানতেন না, স্বাক্ষর পর্যন্ত করতে পারতেন না। অথচ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. তাদের সম্পর্কে বলেছেন, اَعْمَقُهُمْ عِلْمًا 'তারা উম্মতের মাঝে গভীর ইলমের অধিকারী।' তারা তো কোনো কিতাবাদি পড়েননি, তাহলে কীভাবে হলেন এমন গভীর ইলমের অধিকারী? আসলে রাসূল সা.-এর সোহবতের বরকতে পেয়েছেন সেই ইলম। তাকওয়ার মাধ্যমে যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর ব্যাপারে রাসূল সা. দোয়া করেছেন,

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

'হে আল্লাহ! তাকে দ্বীনী বুঝ ও সমঝ দান কর।'

১০) তিরমিজী হাদীস নং ২৬৮১; ইবনে মাজাহ ২২৭॥।

১১) বুখারী ৭১।

আপনি কি আমাদের সালাফগণের ইলম অর্জনের আগ্র বা প্রত্যয় দেখতে চান?

তাঁরা কত কষ্ট করে ইলম তালাশ করেছেন আপনি কি কল্পনা করতে পারেন?

আমরাও ইলম অর্জন করি, কিন্তু তাঁদের আন্তরিকতা এবং তাঁদের পরিশ্রমের সাথে আমাদের আন্তরিকতা এবং পরিশ্রম কি তুলনা করে দেখবো না?

আসুন, একটু চোখ বুলাই ইতিহাসের পাতায়

বর্ণনা করা হয়,'এক ব্যক্তি শাম থেকে ওমর (রা) কাছে আসেন।
ওমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, " এখানে আসতে কোন জিনিস তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে?"

লোকটি উত্তর দিল,'শুধুমাত্র তাশাহুদ শিখার জন্য এসেছি।'
তার উত্তর শুনে ওমর (রা) অধিক পরিমাণে কান্না করেন, যার ফলে তাঁর দাড়ি ভিজে যায়। অতপর তিনি বলেন," আল্লাহর কসম, আল্লাহ তা'আলার কাছে আমি আশা করি, তিনি তোমাকে কখনো শাস্তি দিবেন না।"
(বাদায়িউস সানায়ে'-১/২)

প্রসিদ্ধ সাহাবি জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, "মাত্র একটি হাদিস অন্বেষণের জন্য আব্দুল্লাহ বিন উনাইসের কাছে দীর্ঘ এক মাসের পথ পারি দিয়েছি।"
(বুখারি-১/২৭, মুসনাদে আহমাদ- ৩/৪৯৫)

আবু আইয়ুব আনসারি (রা) মদিনা থেকে মিশর উকবা ইবনে আমেরের (রা) নিকট সফর করেছেন মাত্র একটি হাদিস শ্রবণের নিয়তে। (মুসনাদে আহমাদ- ৪/১৫৩, জামি'উ বায়ানিল ইলম- ১/৯৩)

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহ) বলেন," আমি একটি হাদিস তালাশ করার জন্য দিনের পর দিন, রাতের পর রাত সফর করেছি।
(রিহলাহ ফি তলাবিল ইলম- ১২৮, জামি'উ বায়ানিল ইলম- ১/৯৩, কিফায়া- ৪০২)

আর আবু হাতেম মুহাম্মদ বিন ইদরিস আর-রাজির (রহ) জ্ঞান অন্বেষণের সফরটা বড়ই অদ্ভুত। তাঁর ছেলে আব্দুর রহমান বলেন, আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, "ইলম অর্জনের সূচনাতে আমি একহাজার ফারসাখের উপরে হেটেছি (এক ফারসাখ=তিন মাইল),পরবর্তীতে গণনা করা ছেড়ে দিয়েছি। আর আমার সফর ছিল কুফা থেকে বাগদাদ, মক্কা থেকে মদিনা একাধিকবার, বাহরাইন থেকে মিশর, মিশর থেকে রমলা (ফিলিস্তিন), রমলা থেকে বাইতুল মাকদিস,রমলা থেকে আসকালান (ফিলিস্তিনের দক্ষিণে), রমলা থেকে তিবরিয়া (ফিলিস্তিনের উত্তরে) ,তিবরিয়া থেকে দিমাশক, দিশমাক থেকে হিমস(সিরিয়া), হিমস থেকে আনতাকিয়া (ভূমধ্যসাগরীয় সৈকতের নিকট, যা তুর্কীদের অধীনে) , আনতাকিয়া থেকে তরসুস (ভূমধ্যসাগরের দক্ষিনে) , তরসুস থেকে হিমস, হিমস থেকে বাইসান(কুদসের পশ্চিমে, যা বর্তমানে ইহুদিদের দখলে), বাইসান থেকে রাক্কা(সিরিয়ার উত্তরে) রাক্কা থেকে ফুরাত হয়ে বাগদাদ... এসব সফর ছিল পায়ে হেটে এবং আমার জীবনের প্রথম সফর, আর তখন আমার বসয় ছিল বিশ, সফরের সময়কাল ছিল সাতবছর।"
(রিহলাহ ফি তলাবিল ইলম- ২১৩)

জ্ঞান অর্জনে আমাদের সফর কতটুকু? আমাদের ত্যাগ কতটুকু? নাকি ফেসবুকেই সীমাবদ্ধ আপনার জ্ঞান অর্জন।

আলেমদের নিকটে যান, ইলম অর্জনের পথে সময় ব্যয় করুন, তাদের কথা শুনুন! তাদের সময়ের অপেক্ষা করুন! ইলমের পেছনে ছুটুন! প্রয়োজনে অর্থ খরচ করুন, ঘুম ত্যাগ করুন!

জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন আল্লাহ তা'আলা। ইন শা আল্লাহ!

জোবায়ের,
মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়

সবাই চায় দুনিয়াতে সম্মানের সঙ্গে বসবাস করতে। পৃথিবীতে সম্মান পাওয়া যায় দুই উপায়ে।
(১)ইলমের মাধ্যমে
(২)সম্পদের মাধ্যমে আপনি কি আমাদের সালাফগণের ইলম অর্জনের আগ্র বা প্রত্যয় দেখতে চান?

তাঁরা কত কষ্ট করে ইলম তালাশ করেছেন আপনি কি কল্পনা করতে পারেন?

আমরাও ইলম অর্জন করি, কিন্তু তাঁদের আন্তরিকতা এবং তাঁদের পরিশ্রমের সাথে আমাদের আন্তরিকতা এবং পরিশ্রম কি তুলনা করে দেখবো না?

আসুন, একটু চোখ বুলাই ইতিহাসের পাতায়:

বর্ণনা করা হয়,'এক ব্যক্তি শাম থেকে ওমর (রা) কাছে আসেন।
ওমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, " এখানে আসতে কোন জিনিস তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে?"
লোকটি উত্তর দিল,'শুধুমাত্র তাশাহুদ শিখার জন্য এসেছি।'
তার উত্তর শুনে ওমর (রা) অধিক পরিমাণে কান্না করেন, যার ফলে তাঁর দাড়ি ভিজে যায়। অতপর তিনি বলেন," আল্লাহর কসম, আল্লাহ তা'আলার কাছে আমি আশা করি, তিনি তোমাকে কখনো শাস্তি দিবেন না।"
(বাদায়িউস সানায়ে'-১/২)

প্রসিদ্ধ সাহাবি জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, "মাত্র একটি হাদিস অন্বেষণের জন্য আব্দুল্লাহ বিন উনাইসের কাছে দীর্ঘ এক মাসের পথ পারি দিয়েছি।"

(বুখারি-১/২৭, মুসনাদে আহমাদ- ৩/৪৯৫)

আবু আইয়ুব আনসারি (রা) মদিনা থেকে মিশর উকবা ইবনে আমেরের (রা) নিকট সফর করেছেন মাত্র একটি হাদিস শ্রবণের নিয়তে। (মুসনাদে আহমাদ- ৪/১৫৩, জামি'উ বায়ানিল ইলম- ১/৯৩)

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহ) বলেন," আমি একটি হাদিস তালাশ করার জন্য দিনের পর দিন, রাতের পর রাত সফর করেছি।
(রিহলাহ ফি তলাবিল ইলম- ১২৮, জামি'উ বায়ানিল ইলম- ১/৯৩, কিফায়া- ৪০২)

আর আবু হাতেম মুহাম্মদ বিন ইদরিস আর-রাজির (রহ) জ্ঞান অন্বেষণের সফরটা বড়ই অদ্ভুত। তাঁর ছেলে আব্দুর রহমান বলেন, আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, "ইলম অর্জনের সূচনাতে আমি একহাজার ফারসাখের উপরে হেটেছি (এক ফারসাখ=তিন মাইল),পরবর্তীতে গণনা করা ছেড়ে দিয়েছি। আর আমার সফর ছিল কুফা থেকে বাগদাদ, মক্কা থেকে মদিনা একাধিকবার, বাহরাইন থেকে মিশর, মিশর থেকে রমলা (ফিলিস্তিন), রমলা থেকে বাইতুল মাকদিস,রমলা থেকে আসকালান (ফিলিস্তিনের দক্ষিণে), রমলা থেকে তিবরিয়া (ফিলিস্তিনের উত্তরে) ,তিবরিয়া থেকে দিমাশক, দিশমাক থেকে হিমস(সিরিয়া), হিমস থেকে আনতাকিয়া (ভূমধ্যসাগরীয় সৈকতের নিকট, যা তুর্কীদের অধীনে) , আনতাকিয়া থেকে তরসুস (ভূমধ্যসাগরের দক্ষিনে) , তরসুস থেকে হিমস, হিমস থেকে বাইসান(কুদসের পশ্চিমে, যা বর্তমানে ইহুদিদের দখলে), বাইসান থেকে রাক্কা(সিরিয়ার উত্তরে) রাক্কা থেকে ফুরাত হয়ে বাগদাদ... এসব সফর ছিল পায়ে হেটে এবং আমার জীবনের প্রথম সফর, আর তখন আমার বসয় ছিল বিশ, সফরের সময়কাল ছিল সাতবছর।"
(রিহলাহ ফি তলাবিল ইলম- ২১৩)

জ্ঞান অর্জনে আমাদের সফর কতটুকু? আমাদের ত্যাগ কতটুকু? নাকি ফেসবুকেই সীমাবদ্ধ আপনার জ্ঞান অর্জন।

আলেমদের নিকটে যান, ইলম অর্জনের পথে সময় ব্যয় করুন, তাদের কথা শুনুন! তাদের সময়ের অপেক্ষা করুন! ইলমের পেছনে ছুটুন! প্রয়োজনে অর্থ খরচ করুন, ঘুম ত্যাগ করুন!

জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন আল্লাহ তা'আলা। ইন শা আল্লাহ!

জোবায়ের,
মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়

আপনি কি আমাদের সালাফগণের ইলম অর্জনের আগ্র বা প্রত্যয় দেখতে চান?

তাঁরা কত কষ্ট করে ইলম তালাশ করেছেন আপনি কি কল্পনা করতে পারেন?

আমরাও ইলম অর্জন করি, কিন্তু তাঁদের আন্তরিকতা এবং তাঁদের পরিশ্রমের সাথে আমাদের আন্তরিকতা এবং পরিশ্রম কি তুলনা করে দেখবো না?

আসুন, একটু চোখ বুলাই ইতিহাসের পাতায়:

বর্ণনা করা হয়,'এক ব্যক্তি শাম থেকে ওমর (রা) কাছে আসেন।
ওমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, " এখানে আসতে কোন জিনিস তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে?"
লোকটি উত্তর দিল,'শুধুমাত্র তাশাহুদ শিখার জন্য এসেছি।'
তার উত্তর শুনে ওমর (রা) অধিক পরিমাণে কান্না করেন, যার ফলে তাঁর দাড়ি ভিজে যায়। অতপর তিনি বলেন," আল্লাহর কসম, আল্লাহ তা'আলার কাছে আমি আশা করি, তিনি তোমাকে কখনো শাস্তি দিবেন না।"
(বাদায়িউস সানায়ে'-১/২)

প্রসিদ্ধ সাহাবি জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, "মাত্র একটি হাদিস অন্বেষণের জন্য আব্দুল্লাহ বিন উনাইসের কাছে দীর্ঘ এক মাসের পথ পারি দিয়েছি।"
(বুখারি-১/২৭, মুসনাদে আহমাদ- ৩/৪৯৫)

আবু আইয়ুব আনসারি (রা) মদিনা থেকে মিশর উকবা ইবনে আমেরের (রা) নিকট সফর করেছেন মাত্র একটি হাদিস শ্রবণের নিয়তে। (মুসনাদে আহমাদ- ৪/১৫৩, জামি'উ বায়ানিল ইলম- ১/৯৩)

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহ) বলেন," আমি একটি হাদিস তালাশ করার জন্য দিনের পর দিন, রাতের পর রাত সফর করেছি।
(রিহলাহ ফি তলাবিল ইলম- ১২৮, জামি'উ বায়ানিল ইলম- ১/৯৩, কিফায়া- ৪০২)

আর আবু হাতেম মুহাম্মদ বিন ইদরিস আর-রাজির (রহ) জ্ঞান অন্বেষণের সফরটা বড়ই অদ্ভুত। তাঁর ছেলে আব্দুর রহমান বলেন, আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, "ইলম অর্জনের সূচনাতে আমি একহাজার ফারসাখের উপরে হেটেছি (এক ফারসাখ=তিন মাইল),পরবর্তীতে

গণনা করা ছেড়ে দিয়েছি। আর আমার সফর ছিল কুফা থেকে বাগদাদ, মক্কা থেকে মদিনা একাধিকবার, বাহরাইন থেকে মিশর, মিশর থেকে রমলা (ফিলিস্তিন), রমলা থেকে বাইতুল মাকদিস,রমলা থেকে আসকালান (ফিলিস্তিনের দক্ষিণে), রমলা থেকে তিবরিয়া (ফিলিস্তিনের উত্তরে) ,তিবরিয়া থেকে দিমাশক, দিশমাক থেকে হিমস(সিরিয়া), হিমস থেকে আনতাকিয়া (ভূমধ্যসাগরীয় সৈকতের নিকট, যা তুর্কীদের অধীনে) , আনতাকিয়া থেকে তরসুস (ভূমধ্যসাগরের দক্ষিনে) , তরসুস থেকে হিমস, হিমস থেকে বাইসান(কুদসের পশ্চিমে, যা বর্তমানে ইহুদিদের দখলে), বাইসান থেকে রাক্কা(সিরিয়ার উত্তরে) রাক্কা থেকে ফুরাত হয়ে বাগদাদ... এসব সফর ছিল পায়ে হেটে এবং আমার জীবনের প্রথম সফর, আর তখন আমার বসয় ছিল বিশ, সফরের সময়কাল ছিল সাতবছর।"
(রিহলাহ ফি তলাবিল ইলম- ২১৩)
জ্ঞান অর্জনে আমাদের সফর কতটুকু? আমাদের ত্যাগ কতটুকু? নাকি ফেসবুকেই সীমাবদ্ধ আপনার জ্ঞান অর্জন।

আলেমদের নিকটে যান, ইলম অর্জনের পথে সময় ব্যয় করুন, তাদের কথা শুনুন! তাদের সময়ের অপেক্ষা করুন! ইলমের পেছনে ছুটুন! প্রয়োজনে অর্থ খরচ করুন, ঘুম ত্যাগ করুন!

জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন আল্লাহ তা'আলা। ইন শা আল্লাহ!

জোবায়ের,
মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়।

কোরআন থেকে ইলম অর্জন

মানবজাতির জন্য কুরআন হচ্ছে সবচেয়ে বড় সম্পদ। একজন মানুষ, একটি পরিবার, একটি সমাজ, একটি রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে চলতে গেলে যত ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়, এ সবকিছুর সমাধান নিহিত রয়েছে মহাগ্রন্থ পবিত্র আল-কুরআনের মধ্যে। উপরন্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও তা ধারাবাহিক রাখার ক্ষেত্রে কুরআন হচ্ছে মৌলিক ও অদ্বিতীয় এক কালামের নাম। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক প্রিয় বান্দা, পৃথিবীর একমাত্র মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। জিবরীল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াতের সর্বপ্রথম সবক তিনি গ্রহণ করেছেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁকে কুরআনের যে পরিমাণ বুঝ ও ফাহাম দান করেছেন, নিঃসন্দেহে অন্য কেউ এর ধারে-কাছে নেই। তাই তো তাঁর মুখ-নির্গত কথা ও বচন, তাঁর থেকে প্রকাশিত কার্যাবলি ও সম্মতি ইসলামের বিধান প্রণয়নের দ্বিতীয় উৎসমূল। তাই কুরআনের পরিচয় তাঁর ভাষায় যে পরিমাণ উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট আকারে ফুটে উঠবে, তা অন্য কারও ভাষায় পাওয়া যাবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কুরআন হচ্ছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে প্রেরিত এক মহান গ্রন্থ। যাতে রয়েছে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য। যাতে রয়েছে তোমাদের সকল বিষয়ের সমাধান। কুরআন সব বিষয়ের ফায়সালাকারী। যেখানে অনর্থক বিষয়াদির কোনো স্থান নেই। যে ঔদ্ধত্যবশত কুরআনকে পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তাকে সমূলে বিনাশ করে দেবেন। যে কুরআন ব্যতীত অন্য কোথাও হিদায়াত অন্বেষণ করবে, আল্লাহতামালা তাকে পথভ্রষ্ট করেন। কুরআন হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে এক মজবুত শক্তিশালী রজ্জু, জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, সরল পথ। এর অনুসরণে কু প্রবৃত্তির মৃত্যু ঘটে। তার তিলাওয়াতে জবান জড়তার শিকার হয় না। জ্ঞানীগণ যার জ্ঞানভান্ডারের অফুরন্ত ফোয়ারার আকৃষ্টে আরও তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠেন। যার প্রতি মুগ্ধতা কখনো শেষ হওয়ার নয়। যার অভিধান পৃষ্ঠায় পুরোনো হয়ে যাওয়া বলতে কোনো শব্দ নেই। যার তিলাওয়াতের মুজিজায় মুগ্ধ হয়ে জিন জাতি বলেছিল,

انا سَمِعْنَا قُرْ انًا عَجَبًا

'নিশ্চয় আমরা এক আশ্চর্য কালামের তিলাওয়াত শুনেছি।"
১. সূরা জিন, (৭২):
যে কুরআন মোতাবেক কথা বলবে, সে সত্যবাদী। যে কুরআন অনুযায়ী ফায়সালা করবে, সে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। যে কুরআন অনুযায়ী আমল করবে, উভয় জাহানের জন্য সে মহাপুরস্কারের ভাগীদার হবে। আর যে কুরআনের প্রতি মানুষকে আহ্বান করবে, সে সঠিক পথের দিকে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে।।

কুরআনের অফুরন্ত কল্যাণ ও দিক নির্দেশনা দ্বারা লাভবান(প্রভাবিত) হবে।

জীবনে সফলতা লাভের মাধ্যম'

পার্থিব জগতের সব ধরনের সমস্যা ও জটিলতা থেকে মুক্তি এবং আত্মশুদ্ধির একমাত্র উপায় হচ্ছে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা। জ্ঞানলাভের মূল উপাদান হলো পড়া ও লেখা। আল্লাহ তাআলা যখন সৃষ্টিকুলের হিদায়াতের ইচ্ছা করলেন, তাদের গোমরাহীর আঁধার থেকে ঈমানের আলোর দিকে নিয়ে আসার ফায়সালা করলেন, তখন নাযিল করলেন এক মহান গ্রন্থ যা তাঁরা পাঠ করবে। এ গ্রন্থের সর্বপ্রথম সূচনা হয়েছে এক মহাবাক্যের দ্বারা, اقرأ باسم ربك "" (হে নবী, আপনি পড়ুন আপনার প্রভুর নামে""।

২. সূরা আলাক, (৯৬) : ১

যে বাক্য সকল যুগের সকল স্থানের মানুষের জন্য সংশোধনের চাবিকাঠি। এটা চিরন্তন সত্য, কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা মানবজাতির আত্মশুদ্ধি ও সফলতার একমাত্র মাধ্যম। জীবনের যেকোনো অংশে উন্নতি অগ্রগতি লাভের কার্যকরী পথ হচ্ছে কুরআন থেকে ইলম অজ'ন করা, এর মর্ম বোঝা, এতে নির্দেশিত আদেশ-নিষেধের বাস্তবায়ন করা

ঃকুরআন থেকে আমরা কোন বিষয়ে ইলম অর্জন করব?ঃ

কুরআন থেকে ইলম অর্জনের পূর্বে আমাদের কাছে স্পষ্ট হওয়া জরুরি, আমরা কোন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করব। কুরআন আমাদের কৃষিবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যবসা-বাণিজ্য শেখাবে, না অন্য কিছু? এর উত্তর রয়েছে আল্লামা ইবন কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহর বিখ্যাত কিছু কবিতার ভেতর।

والعِلمُ أقسام ثلاث ما لها - من رابع واحق دو نيان

علم بأوصاف الإله وفعله - وكديت الأسماء المترجمي

والأمر والتقي الذي هو دينه ... وحروة يوم المعاد الثاني

والكل في القرآن والسان التي - جاءت عن المبعوث با
بِالْقُرْآنِ

ইলম হলো তিন প্রকার, চতুর্থ নেই বিবরণ তার মিলবে জেনো বিশদ ব্যাখ্যাতেই
(১) আল্লাহ পাকের কর্ম এরা গুনের পরিচয় সঙ্গে আছে নাম যত তাঁর, তিনিইদয়াময় ।
(২) আদেশ-নিষেধ, দীনের বিধান জানতে হবে সব

(৩) রোজ হাশরে বসবে বিচার বিনিময় দেবেন রব।

কুরআন-সুন্না'য় রয়েছে সব সাজানো থরে থরে, এসেছে নবী কুরআন নিয়ে বিশ্ব চরাচরে।

কবিতার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, কুরআন আমাদের তিনটি বিষয়ের জ্ঞান প্রদান করে থাকে:

১. আল্লাহ তাআলার সম্পর্কে। তাঁর আসমায়ুল হুসনা ও সিফাত সম্পর্কে।

২. ধর্মীয় বিধিবিধান ও হালাল-হারাম সম্পর্কে।

• পরকাল ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে।'

তাই কুরআনের ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য এমন ইলম, যা আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন সফলতা নিশ্চিত করবে। মনের মধ্যে প্রশান্তি দান করবে। আমাদের সর্বত্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। প্রশস্ত রিযিক প্রদানের মাধ্যম হবে। এর মাধ্যমে আমাদের ভেতরে তৈরি হবে দৃঢ় সংকল্প ও সাহস, যার মাধ্যমে আমরা দুনিয়াতে চ-লার পথে প্রত্যেকটি সমস্যা-ব্যর্থতা থেকে নিজেকে কাটিয়ে তুলতে সক্ষম হব।

কুরআনের ইলমের মধ্যে একটি বড় অংশ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার পূর্ণ পরিচয় লাভ করা। আখিরাত সম্পর্কে পরিচয় লাভ করা, আর আল্লাহ তাআলার পরিচয়ের প্রথম পর্ব হচ্ছে তাঁর কাছে নিজের ভুল-ক্রটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।

২. আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ

فاعل الله لا يتم
إلا الله والتعمير ياليت

সারাংশ তুমি জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তাই তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করো।ভুল কাজের।

ইলম শব্দের সঠিক অর্থ অনুযায়ী আলিম বলতে কেবল তাকেই বোঝাবে, যার মধ্যে উল্লিখিত তিনটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আছে। যে আল্লাহকে ভয় করতে শিখেছে, যদিও সে বয়স্ক এবং তার নামটা পর্যন্ত লিখতে পারে না।এই ভেবে যে, আমি তো অনেক বড় আলিম হয়ে গেছি। ইলবিরী(রহ) বলেন,

رأى العلم تقوى الله حقا .. وليس بأن يُقَالَ لَقَدْ وَلَسْنَا

'ইলনের চূড়া হলো মহান রবের নিখাদ খাঁটি ভয়, তাকওয়াবিহীন কাউকে বুঝি কেউ আর সেরা কয়।।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি. বলেন, আলিম হওয়ার জন্য একটুদূর যথেষ্ট যে, তুমি আল্লাহকে ভয় করো, আর মূর্খ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, যে তুমি আত্মপ্রবধনায় লিপ্ত ৩ও এই ভেবে যে, আমি
তো অনেক বড় আলেম হয়ে গেছি।

ঃঅন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,ঃ

وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِين

'আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি যেন কুরআন তিলাওয়াত করি। যে এর মাধ্যমে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে, এবং কল্যাণকামিতার ভাগীদার সে নিজেই হবে। আর যে হিদায়াতপ্রাপ্ত না হয়ে গোমরাহীর মধ্যে থেকে যাবে, (হে নবী,) আপনি তাকে বলে দিন, তার গোমরাহীর ক্ষতি তার নিজের ওপরেই বর্তাবে। আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী।"

এখনো কিসের অপেক্ষা? আমরা যারা বয়স্ক আগে কোরআন এর ইলেম অর্জন করা হয়নি তাদের প্রত্যেকেরই এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা চাই,যেন আমাদের প্রত্যেকটা সূচনা যেন হয় কুরআনে কারীমের আয়াত দিয়ে।যেহেতু কোরআন আমাদের আখিরাত ও দুনিয়ার জীবনের সফলতার মূল মন্ত্র সকল ধরনের সমস্যা ও দুশ্চিন্তা থেকে উত্তরণের মাধ্যম। তাই আমাদের কিশোর কিশোর যুবক যুবতী বয়স্কদের প্রত্যেকেরই কুরআন এবং দ্বীনি ইলম শিক্ষা গ্রহণ করা ও যতদিন বেঁচে থাকি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কুরআনের খেদমত থেকে নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে।
* সূরা নামল, (২৭) ১২

ইলম ও আহলে ইলম প্রসঙ্গ

মানুষ খনি সদৃশ; জাহেলী যুগে যারা শ্রেষ্ঠ ছিল ইসলাম যুগেও তাদের শ্রষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে, যদি তারা ফকীহ হয়।" ২২)

হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الأُمَّةُ قَائِمَةً
عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ.

আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকেই 'তাফাক্কুহ ফিদ্দীন' তথা দ্বীনী বুঝ দান করেন। আল্লাহ দাতা, আমি বণ্টনকারী। এই উম্মত সর্বদা আল্লাহর দ্বীনের উপর অটল থাকবে, কারো বিরোধিতা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না আল্লাহর নির্দেশ (তথা কেয়ামত) আসার আগ পর্যন্ত।, (২৩।)

আকাবিরের দৃষ্টিতে ইলমের গুরুত্ব

ইলমের ফযীলত সম্পর্কে আকাবির তথা পূর্বসূরীদের চমৎকার সব বাণী পাওয়া যায়।

ক. হযরত ঈসা আ. বলেন,

مَنْ تَعَلَّمَ وَعَمِلَ فَذَاكَ يُدْعِي عَظِيمًا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاء. ِ

যে ইলম হাসিল করে এবং এর ওপর আমল করে, আসমানের রাজ্যে

তাকে মহামনীষী হিসেবে ডাকা হয়। ৯২৪)

-. হযরত আবুদ দারদা রা. বলেন,

مَثَلُ الْعُلَمَاءِ فِي النَّاسِ كَمَثَلِ النُّجُوْمِ فِي السَّمَاءِ يُهْتَدِي بِهَا.

আসমানের তারকারা যেমন যমিনে আলেমগণও তেমন; তাদের মাধ্যমে

হেদায়েত পাওয়া যায়।' অর্থাৎ তারকারা হলো আসমানের সৌন্দর্য আর

আলেমগণ হলেন যমিনের সৌন্দর্য।

বুখারী ২৬৩৮।

বুখারী ৭১।

আল জামে লি আখলাকির রাবী ১৭॥

ইলমাহাত্ম্য

আল্লাহ তাআলার সর্বোত্তম আনুগত্য প্রকাশ ও তাঁর নৈকটালাভের বড় একটি মাধ্যম ইলম অর্জনে নিয়োজিত হওয়া। দ্বীনি ইলম অর্জন অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। যা মানুষের দৈনন্দিনের সকল কাজের মধ্যে অন্যতম গুরুত্ববহ কাজ। নিষ্কলুষ হৃদয়ের অধিকারী সালাফে সালিহিন ইলম অর্জনে মগ্ন থাকতেন। কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী পুণ্যবান ব্যক্তিগণ সর্বদা ইলম অর্জনেরপ্রতি গুরুত্বারোপ করে থাকেন। শুধু তাই নয়, ইলম অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে এর ফজিলত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে অবতীর্ণ হয়েছে অনেক আয়াতে কারিমা। বর্ণিত হয়েছে বহু হাদিস শরিফ। ইলম সম্পর্কে সালাফের প্রদীপতুল্য বাণীসমগ্র তো রয়েছেই। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইলমের মর্যাদা, আহলে ইলমের সম্মান এবং তাদের প্রতি প্রদত্ত মর্যাদার বর্ণনা দিয়েছেন। অনেক স্পষ্ট বাস্তবতাই তাদের এ মর্যাদার সাক্ষ্য দিয়ে থাকে। যার অন্যতম হলো, আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের প্রতি তাদের সাক্ষ্য-যে সাক্ষ্য ব্যতীত জাহান্নাম থেকে মুক্তি মিলবে না।

এমনিভাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও তাঁর পবিত্র জবানে আহলে ইলমের মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন: আলিমদের জন্য ফেরেশতা থেকে শুরু করে গর্তের পিপীলিকা পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে। ক্ষমা প্রার্থনা করে পানির মাছসহ সকল সৃষ্টি। তাদের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে এমন আরও অনেক মর্যাদা-সম্মানের কথা। করআন-হাদিস খুলে দেখলে অনায়াসেই আমরা জানতে পারব ইলম ও আলিমের, দ্বীনি জ্ঞান ও জ্ঞানার্জনকারীর বহু ফজিলত সম্পর্কে। দরকার শুধু একটু কিতাব খুলে দেখার।

ইলম অন্বেষণে বিমুখিতা

ইলমের এত মর্যাদা ও গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও কিছু মানুষকে আমরা দেখি, তারা ইলম থেকে একেবারে বিমুখ, গাফিল, অমনোযোগী। কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য ও তার ভাগ- বাটোয়ারা নিয়েই মহাব্যস্ত। কেউ ব্যস্ত জীবিকা উপার্জন আর অর্থ-সম্পদ কামানোর পেছনে। এমন মানুষের সংখ্যাও কম নয়, যারা নানান খেলতামাশায় মত্ত। কেউ সময় নষ্ট করছে ভ্রমণ ও পর্যটনে।
কেউ নিজ পেশায় মশগুল তো, পরক্ষণে সে-ই আবার অবসরে আনন্দ-ভ্রমণে ব্যস্ত। এমন ব্যস্ততার মাঝেও বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমগুলোও প্রতিনিয়ত কেড়ে নেয় আমাদের অনেক মূল্যবান সময়। টিভি, রেডিও, পেপার- পত্রিকা আমাদের ব্যস্ত রাখছে। খেলাধুলা, বিনোদন-বিলাসিতা এক ব্যস্ততার পর আরেক ব্যস্ততায় আমাদের মাতিয়ে তুলছে। ফলে আমাদের ব্যস্ততা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। তাই এখনকার চিত্রটা হলো ব্যস্ততার পর ব্যস্ততা। এক ব্যস্ততা সেরে উঠতে না উঠতেই আরেক ব্যস্ততা অপেক্ষায় থাকে আমাদের ব্যস্ত করার জন্য।

এমনকি এক শিক্ষক বলেছেন, 'তার কিছু ছাত্র খেলাধুলায় দিনের প্রায় বারো ঘণ্টা ব্যয় করত। একটা খেলা শেষ করতেই তাদের শুরু হতো আরেকটা খেলা।' চার মিলিয়ন কিশোর দৈনিক ছয় ঘণ্টারও অধিক সময় শুধু ইন্টারনেটে মত্ত থাকে। এতটা সময় তারা নেটে কী করে?! নিঃসন্দেহে বিভিন্ন প্রেম, গল্প, অহেতুক কল্প-কাহিনী, উত্তেজক বিভিন্ন কন্টেন্ট দেখার মাঝেই তো তারা লিপ্ত থাকে। কারও ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট হয় গেমস খেলতে খেলতে। এরপর আবার সে সকল খেলা নিয়ে চলে একে অন্যের সাথে বিতর্ক, এভাবেও তারা সময় নষ্ট করে। বিভিন্ন অহেতুক কথাবার্তা, চ্যাটিং-ম্যাসেজিং-এর মগ্নতা একটার পর একটা তাদের আবদ্ধ করে রাখে।
হরেক মডেলের গাড়ির সৌন্দর্য নিয়ে আসক্ত থাকে অনেকে। নানান ভোগ-বিলাসিতায় ডুবে তারা সময় অতিবাহিত করে। শক্তিবর্ধনে বিভিন্ন জিমে গিয়ে ব্যায়াম করে। কিন্তু শরীরের এ শক্তিবর্ধন ইবাদতের উদ্দেশ্যে নয়। বরং এ তো হয়ে থাকে ভোগ-বিলাসিতায় আরও বেশি ডুবে থাকার প্রয়োজনে। কেউ নানান ডিজাইনের পোশাক-পরিচ্ছেদ নিয়ে ব্যস্ত। কেউ অকারণেই হাটে-বাজারে ঘুরে বেড়াতে অভ্যস্ত। কফি শপে দীর্ঘ সময় অবস্থান করা অনেকের স্বভাব। প্রচলিত কফি শপ ভালো না লাগলে, আধুনিক কফি শপ তো আছেই। সেখানে গিয়ে নষ্ট করা যাবে লম্বা সময়। আবান্তর হাস্যরসে, বিভিন্ন মনোহর বস্তুতে মত্ত থাকবে। অনেককে দেখা যায়, অঢেল সম্পদ অর্জন করার জন্য আইন অনুষদের মতো বিভিন্ন বিভাগগুলোতে পড়ে, ওকালাতি বা বড় বড় পদে আসীন হবার উদ্দেশ্যে। যাতে করে এসব পদ-পদবি তাদের জন্য অঢেল প্রাচুর্যের পথ খুলে দেয়। অন্যদিকে কেউ কেউ টাকার গাছ রোপণে সারা দিন ব্যস্ত থাকে। মোটকথা ব্যস্ত থাকার পেছনে তাদের রয়েছে হাজারটা মাধ্যম ও কারণ। কেউ অকাজে ব্যস্ত, কেউ কাজে ব্যস্ত। অকাজের ব্যস্ততা তো সবার জন্যই বর্জনীয়। কাজের ব্যস্ততাকে ধরেই কথা বলি।ইলম অন্বেষণ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সাহচর্য গ্রহণ করা

থেকে কখনোই তাঁদের গাফিল করে রাখতে পারেনি। লক্ষণীয় যে, বর্তমানে আমরাও ব্যবসা করি আর সাহাবিগণও ব্যবসা করেছেন। তাঁদের ব্যবসা কখনো তাঁদের আল্লাহর জিকির থেকে গাফিল করতে পারেনি। কিন্তু আমাদের অবস্থা তো হলো এমন যে, ব্যবসার জন্য আল্লাহকে স্মরণ করার সুযোগই আমরা মিলাতে পারি না!

আমাদের উলামা-মাশায়িখের মধ্যে কাউকে এমনও দেখা

গেছে যে, তাঁরা রমজান থেকে হজ্বের মৌসুম পর্যন্ত ভাড়ায় গাড়ি চালিয়ে কিছু অর্থ উপার্জন করতেন। তা দিয়ে তাঁরা নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনীয় খরচ যোগাতেন সারা বছর। আর বছরের বাকি সময় ব্যস্ত থাকতেন ইলম অন্বেষণে।

ইলম অর্জন করে আমরা অনেক কিছুই পাব। জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারব। পরকালের জীবনকে সাজাতে পারব অতি সুন্দর করে। কিন্তু যদি আমরা ইলম অর্জন থেকে বিমুখ থাকি; তবে এ দুটোর কোনোটিই সম্ভব নয়। তাই ব্যস্ততার দোহাই না দিয়ে ইলম অর্জনের জন্য অবসর সময়কে কাজে লাগাই। ব্যস্ততাকে মাঝে মাঝে অবসর দিই। যেমনি সাহাবিগণ সময় দিয়েছেন, দিয়েছেন তাবিয়ি- তাবে তাবিয়িসহ আমাদের পূর্বসূরি সফল ব্যক্তিগণ।

আবু বকর সিদ্দিক রা. একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। আব্দুর রহমান বিন আওফ রা.-ও ছিলেন একজন বড় ব্যবসায়ী। উসমান রা.-ও একই রকম ছিলেন। তবে তাঁদের ব্যবসা আল্লাহর জিকির, নামাজ কায়িম, জাকাত প্রদান, দ্বীনিইলম অন্বেষণ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সাহচর্য গ্রহণ করা থেকে কখনোই তাঁদের গাফিল করে রাখতে পারেনি। লক্ষণীয় যে, বর্তমানে আমরাও ব্যবসা করি আর সাহাবিগণও ব্যবসা করেছেন। তাঁদের ব্যবসা কখনো তাঁদের আল্লাহর জিকির থেকে গাফিল করতে পারেনি। কিন্তু আমাদের অবস্থা তো হলো এমন যে, ব্যবসার জন্য আল্লাহকে স্মরণ করার সুযোগই আমরা মিলাতে পারি না!
অথচ
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমি তোমাদিকেও স্মরণ করিব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও অকৃতজ্ঞ হয়ো না

বিপদের ঘনঘটা

বর্তমানে আমাদের সময়গুলো বিভিন্নভাবে কেটে যায়। কিছু সময় গাড়ি নিয়ে রাস্তায় ড্রাইভ করা, রাতভর রূপালি পর্দায় চোখ সেঁটে রাখা। বিভিন্ন ক্লাবে আড্ডা, হ্যাং আউট করা ইত্যাদি।

এতদিন এতটুকুতেই আমাদের ব্যস্ততা ছিল। কিন্তু এরপর আসলো ইন্টার একটিভ টেলিভিশন। যা এসে বল্লাহীন এ বিলাসী জীবনের বিলাসিতার ষোলোকলা পূর্ণ করল।

এভাবেই বর্তমানে আমাদের অনেক ইলমি মজলিস জনশূন্য হয়ে গেছে। কমে গেছে ইলম-পিপাসুদের সংখ্যা। এক সময়ের বিশাল বিশাল বইয়ের গ্রন্থাগারগুলো আজ পুরনো জাদুঘরে পরিণত হয়েছে। এত বিপুল জনসংখ্যা সত্ত্বেও ইলমের মারকাজগুলো আজ জনশূন্যপ্রায়। অথচ, ইলম মানুষকে অনেক কিছুই দান করে, কোনো বিনিময় গ্রহণ করে না, কোনো কিছু কেড়ে নেয় না। তবুও তো অধিকাংশ মানুষ ইলম থেকে কোনো উপকার গ্রহণ করতে চায় না। এমনকি বর্তমান সময়ের কোনো কলাকৌশল শেখার ক্ষেত্রে, পার্থিব জীবনে কাজে লাগবে-এমন কিছু শিখার জন্যও তারা আগ্রহ দেখায় না। মূলত আজকের মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও মনোবল দুর্বল হয়ে গেছে। এমনকি অনেক শিক্ষকদেরও একই অবস্থা চলছে।
ইমাম আবুল হুসাইন আল-আসাদি রহ.-এর নিকট ছাত্ররা ইলম শিখতে আসত। তিনি তাদের পড়াতেন, দরস দিতেন। একই মসজিদে তিনি প্রায় ৫০ বছর কাটিয়েছেন। সেখানে তিনি মানুষকে দ্বীনি ইলম শেখাতেন, মানব জীবনের বিবিধ সমস্যার সমাধান দিতেন। তাঁর হিম্মতে কখনো ভাটা পড়েনি, কখনো মনোবল ভেঙে পড়েনি। অথচ, তিনিও তো বিভিন্ন কাজে অনেক ব্যস্ত ছিলেন। তা সত্ত্বেও ইলমের দরস দিয়ে গেছেন নিয়মিত।

অথচ, আজ আমরা অহেতুক কার্যকলাপের কারণে সময়ই পাই না। টিভি-সিনেমা, ফিল্ম, বিভিন্ন একশন সিরিজ ইত্যাদি অসার কাহিনী দেখে দেখে সময় কাটাই। রিমোটের বোতাম টিপে টিপে এক চ্যানেল থেকে অন্য চ্যানেল দেখতে থাকি সারা দিন।

বর্তমানে পড়ালেখায় অভিনিবেশ সত্যিই অনেক কমে গেছে। শরয়ি কিতাব অধ্যয়নে মানুষের আগ্রহ ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে। কারণ, দৈনন্দিনের অদ্ভুত রুটিন আমাদের ব্যস্ত করে রেখেছে হরেক রকম ম্যাগাজিন, উপন্যাস, টিভি প্রোগ্রাম ও নানান সিরিজ দেখার জালে। কবি বলেন :

إذا رأيت شباب الحي قد نشئوا لا ينقلون قلال ইমাম আবুল হুসাইন আল-আসাদি রহ.-এর নিকট ছাত্ররা ইলম শিখতে আসত। তিনি তাদের পড়াতেন, দরস দিতেন। একই মসজিদে তিনি প্রায় ৫০ বছর কাটিয়েছেন। সেখানে তিনি মানুষকে দ্বীনি ইলম শেখাতেন, মানব জীবনের বিবিধ সমস্যার সমাধান দিতেন। তাঁর হিম্মতে কখনো ভাটা পড়েনি, কখনো মনোবল ভেঙে পড়েনি। অথচ, তিনিও তো বিভিন্ন কাজে অনেক ব্যস্ত ছিলেন। তা সত্ত্বেও ইলমের দরস দিয়ে গেছেন নিয়মিত।

অথচ, আজ আমরা অহেতুক কার্যকলাপের কারণে সময়ই পাই না। টিভি-সিনেমা, ফিল্ম, বিভিন্ন একশন সিরিজ ইত্যাদি অসার কাহিনী দেখে দেখে সময় কাটাই। রিমোটের বোতাম টিপে টিপে এক চ্যানেল থেকে অন্য চ্যানেল দেখতে থাকি সারা দিন।

বর্তমানে পড়ালেখায় অভিনিবেশ সত্যিই অনেক কমে গেছে। শরয়ি কিতাব অধ্যয়নে মানুষের আগ্রহ ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে। কারণ, দৈনন্দিনের অদ্ভুত রুটিন আমাদের ব্যস্ত করে রেখেছে হরেক রকম ম্যাগাজিন, উপন্যাস, টিভি প্রোগ্রাম ও নানান সিরিজ দেখার জালে। কবি বলেন :

إذا رأيت شباب الحي قد نشئوا لا ينقلون قلال الحبر والورقا ولا تراهم لدى الأشياخ في حلقالحبر والورقا ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق
يعون من صالح الأخبار ما اتسقا فذرهم عنك واعلم أنهم همج قد بدلوا بعلو الهمة الحمقا

'যখন তুমি দেখবে পাড়ার সন্তানেরা বেড়ে উঠছে,

অথচ তারা খাতা-কলমের ব্যাগ বহন করছে না;

শাইখদের পাশে কোনো আসরেও তাদের বসতে দেখছ না,

যেখানে তারা সুবিন্যস্ত ভালো কথাগুলো শুনতে পারে;

তখন তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো এবং জেনে নাও যে, তারা হলো উচ্ছৃঙ্খল ইতর শ্রেণি,

যারা উচ্চাভিলাষকে নির্বুদ্ধিতায় রূপান্তর করেছে।'

৩. আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ ওয়াল মানহুল মারইয়্যাহ : ১/২

দুনিয়ার প্রতি অত্যধিক মগ্নতা আর অর্থ উপার্জনের লিপ্সা আমাদের দ্বীনি ইলম অর্জনের আগ্রহকে বিলোপ করে দিয়েছে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও আজ ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ কমে গেছে।
হ্যাঁ, নিজেদের গোলমেলে এ জীবনটা শুধু অর্থ উপার্জনের পেছনেই মানুষ উৎসর্গ করছে। অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য পরিণত হয়েছে আমাদের লক্ষ্যে। এমনকি কেউ কেউ তো দ্বিতীয় কর্মস্থল, কেউ তৃতীয় কর্মস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত করে তাদের অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধির আশায়।

এটা ঠিক যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, ঘন ঘন বিলের আগমন তাদের মাসিক উপার্জনকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। অর্থ উপার্জনের পিপাসা আজ জেঁকে বসেছে প্রায় সবার মাঝে। এ সকল বিল আর প্রয়োজন মেটানোর জন্য অর্থ উপার্জনের পেছনে পড়ে মানুষের জীবনটা ক্রমাগত দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। জীবনধারণের পথ-পদ্ধতিগুলো সংকীর্ণ হয় যাচ্ছে দিনদিন। ফলে জুলুম-অত্যাচার ও • শোকানলে দগ্ধ হওয়ার পরিমাণ কেবল বৃদ্ধিই পাচ্ছে।

এসবের অনিবার্য পরিণতিতে আনার্জনের সেই পিপাসা লোপ পাচ্ছে। দারিদ্র্য স্বাভাবিক জীবনের শত্রু। আর যখন জীবনে অস্থিরতা আসে, তখন নিরাশদের সংখ্যা বেড়ে যায় স্বাভাবিকভাবেই। তখন মানুষ ইলম অর্জনে দীর্ঘসূত্রতা নামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। করব করব করে করা হয় না, পড়ব পড়ব বলে পড়া হয় না। জীবনের স্বাভাবিকতা নষ্ট হওয়ায় ছোটবেলা থেকেই ইলমের প্রতি অনেকের অনীহা ও শিথিলতা চলে আসে। তাই সময় অনুযায়ী সঠিক শিক্ষাটা পাওয়া হয়ে ওঠে না। কবি বলেন: إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصداً ندمت على التفريط في زمن البدر

'যখন তুমি চাষ না করে ফসল কাটার স্বপ্ন দেখবে,

বীজ বপনকালীন উদাসীনতার কারণে তোমাকে লজ্জার মুখে পড়তে হবে।'"

কারও ট্রেন ছুটে গেলে সেই ট্রেনে সে আর চড়তে পারে না। তখন তা আর ফিরেও আসে না উল্টো দিকে। কিন্তু ইলম অর্জনের সময় কখনো শেষ হয় না। জীবনের যেকোনো সময় ইলম অর্জন করা যায়, এর সুযোগ অবশ্যই থাকে; যদিও কোনো ব্যক্তি বয়োবৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হোক না কেন।

অন্যদিকে, খারাপ লোকদের সংশ্রব ও দীর্ঘ সময় অহেতুক গল্পগুজবে ব্যয় করা দুনিয়া ও আখিরাতে কোনো কাজে আসে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيه 'ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হলো, অহেতুক কথা-কাজ পরিত্যাগ করা।'"

৪. ইবনুল জাওজি রহ. কৃত হিফজুল উমরি: ৬৫
৫. সুনানুত তিরমিজি: ২৩১৭, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৯৭৬, মুসনাদু আহমাদ: ১৭৩৭

ভূমিয়া কিংবা আখিরাতে কোনো ক্ষেত্রেই উপকারে আসে না. এমন কাজ পরিত্যাগ করা ব্যক্তির দ্বীনদারিতার সৌন্দর্য প্রতাশ করে। কাজকর্মে অনাহুত হস্তক্ষেপ ঘটে এমন বিশৃঙ্খল অবস্থা ও

অস্থিরতা আমাদের শৃঙ্খলা থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। ফলে ইলম অন্বেষণ থেকে আমরা ছিটকে পড়ি। তাই ইলমের পথে প্রতিবন্ধক এ ব্যস্ততা নামক বিপদকে, ইলমের পথে আসা অহেতুক গল্পগুজবে লিপ্ত থাকার এ আপদতুল্য ঘনঘটাকে আমরা যেন দূরে সরিয়ে দিই এবং নিজেদের সময়কে কাজে লাগিয়ে ইলম অন্বেষণ করি, ইলমকে নিজের আমলে পরিণত করি।

ব্যস্ত হওয়া না ব্যস্ত করে রাখা?

ব্যস্ত রাখা ও ব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আমাদের দুশমনেরা সস্তা বিনোদন দিয়ে আমাদের নানাভাবে ব্যস্ত রাখছে। এ ক্ষেত্রে এসব বিনোদনসামগ্রী দিয়ে আমাদের স্থানীয় যারা অর্থ উপার্জন করে থাকে, তারাও তাদের মতো অপরাধী। কাফিররা বিভিন্ন শোনা, দেখা ও পড়ার বস্তু দিয়ে আমাদের জব্দ করে রেখেছে। ফলে এ সকল বস্তু জ্ঞানার্জনের তিনটি মাধ্যমের সবটিকেই নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ

مَسْئُولًا(

'নিশ্চয় কান, চোখ, অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে।'

কাফিরদের চক্রান্তের ফলে এসব কিছু আজ ব্যস্ততায় পরিণত হয়েছে। আমাদের কান, চোখ, মস্তিষ্ক সবই আজ এ সকল মন্দ বস্তুর তীব্র ও অনবরত প্রচারণার তলে দলিত। এটাই বর্তমান বিশ্বের অবস্থা। উন্নতির নামে অবনতি, ফ্যাশন চর্চা, নতুন নতুন প্রতিটি বস্তু কেনার পেছনে লেগে থাকা, তার ওপর খরচ করার একটা দৌড়ঝাঁপ ও প্রতিযোগিতা চলছে। এসব সময় ও অর্থ নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমাদের পূর্বসূরিগণ আল্লাহর ইবাদত, জিকির, তিলাওয়াত ও সালাতে রাত জাগতেন। কিন্তু আজ মানুষ অনর্থক কাজে রাত জাগে, অনেকে রাত জেগে জেগে পাপাচারে লিপ্ত থাকে। আমরা আমাদের শত্রুদের ফাঁদে পড়ে অবাধ্যতা ও অনৈতিকতায় বিভোর হয়ে রাতযাপন করছি। জবরদখলকারী শত্রুদের তৈরিকৃত এসব উপকরণের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর ইবাদত ও দ্বীন থেকে দূরে থাকছি, বিমুখ হয়ে রয়েছি দ্বীনি শিক্ষা থেকে।
দুঃখের বিষয়, আমরা ইলমের মতো দামি সম্পদ, মূল্যবান পাথেয় হারিয়ে বসেও আনন্দে আছি। অথচ সাহাবিদের মধ্য থেকে কারও কোনো একটি হাদিস ছুটে গেলে

সুরা বনি ইসরাইল: ৩৬

আফসোস করে তিনি বলতেন:

أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ

'বাজারে গিয়ে কেনাবেচা করা আমাকে এ হাদিস থেকে বঞ্চিত করেছে।"

তাদের বিবেচনায় আমরা আজ কোথায়? তাঁরা তো পরিবারের ভরণপোষণের জন্য বাজারে গিয়ে ব্যবসা করতেন। কারণ, পরিবারের খরচ যোগাড় করা ওয়াজিব। আর আমাদের ব্যস্ততা? দেখি তো আমাদের ব্যস্ততাগুলো নিম্নোক্ত কোন প্রকারে পড়ে?

১. কিছু ব্যস্ততা মৌলিক দিক থেকেই যৌক্তিক। আর কিছু ব্যস্ততা অবস্থার কারণে যৌক্তিক। যেমন: জীবিকা উপার্জন করা, পরিবারের দেখাশোনা করা ও সন্তান লালনপালন ইত্যাদি মৌলিকতা ও প্রয়োজনীয়তা উভয় দিক থেকেই যৌক্তিক। এ ব্যস্ততা এমন দীর্ঘকালীন হয় না যে, তা আমাদের পুরো ২৪ ঘণ্টা দিনের পুরোটাই গিলে খাবে।

. কিছু ব্যস্ততা মৌলিক দিক থেকে যৌক্তিক বটে, কিন্তু অবস্থা বা প্রয়োজনের বিবেচনায় অযৌক্তিক। যেমন: বিনা প্রয়োজনে ব্যবসার কাজে লেগে থাকা। চাকরি- বাকরিতে মশগুল থাকা। একটু ব্যাখ্যা করে বললে,

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, সহিহুল বুখারি: ২০৬২

১৬

ব্যবসা বা চাকরি করা তো আমার জীবিকা অর্জনের জন্য অপরিহার্য। তাই ব্যবসা বা চাকরি মৌলিক বিবেচনায় যৌক্তিক। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে ব্যবসার পেছনে লেগে থাকা কিংবা চাকরিতে ডুবে থাকা তো অপ্রয়োজনীয়; তাই এ ব্যস্ততা অযৌক্তিক।

৩. আর কিছু ব্যস্ততা আছে, যেগুলো মৌলিকভাবেই অযৌক্তিক এবং কিছু ব্যস্ততা আছে, যা সম্পূর্ণ হারাম। যেমন: কোনো গুনাহের কাজে ব্যস্ত থাকা, বিলাসিতায় ডুবে থাকা, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে সময় নষ্ট করা। এক ব্যক্তি বলল, আমি অমুক মুভি দশ বার দেখেছি!! বর্তমান সময়ে এমনই ঘটছে অথচ, এগুলো হচ্ছে উত্তেজনামূলক ও প্রেমাসক্তির গল্প। এ মুভি দেখার কারণে উত্তেজনাই বাড়তে থাকে। এমনিভাবে রাতের ১২ টার সময় যখন শহরে বিদ্যুৎ চলে যায়, তখন হোটেলের রেস্টরুম বা এপার্টমেন্টগুলোর চড়া দাম ওঠে। কারণ, তারা তো চায় রাতে জাগ্রত থাকতে। তাই

তাদের জন্য দরকার হচ্ছে পারস্পরিক সম্মতি। কিন্তু সেখানে কী হয়?

দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতায় মজে থাকা, আরাম-আয়েশে ব্যস্ত থাকা, মার্কেটে নতুন কোনো বস্তু এলেই তা কিনে ফেলা, বন্ধুবান্ধবের সাথে আড্ডা দেওয়া, বাজারে-মার্কেটে সময় নষ্ট করা, কফি শপে গিয়ে লম্বা সময় ধরে উপভোগ করা ইত্যাদি নানান বেহুদা বিষয়ে আজ আমাদের আসক্তি।

জমে গেছে। রাস্তা-ঘাটে, ঘরে-বাইরে সর্বত্র আমাদের ব্যস্ত রাখার কোনো না কোনো উপকরণ মজুদ আছেই। এসবের দ্বারা লাভ কী?! এসবের মাধ্যমে কি পাব আমরা? আসলে দিন দিন আধুনিকতার অজুহাতে আমরা রসাতলে যাচ্ছি
এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)জানিয়েছেন যে আমার উম্মত ও পূর্ববর্তী উম্মতগনের নাই ৭০ টি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে তার মধ্যে একটি দলেই সরল পথে থাকবে তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটি কোন ভাগ্যবান দল প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম বলেছেন আমি এবং সাহাবাগনযে পথে রয়েছি সেই পথেই সত্য ন্যায়এর পথ সে দিকে ইশারা করা হয়েছে যে মানুষের পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা কেবল কিতাব ও তার বর্ণনা দ্বারা অর্জন করা সম্ভব হয়।

১. আল্লাহ তাআলা বলেন,

مان خوابيش بيست من صدور الذين أوتوا العلم

'বরং তা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে সুস্পট বর্ণণীসমূহ যা বিদ্যমান রয়েছে ইলমদের বুকে।"

২. হযরত ইবনু আববাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল(সঃ) ইরশাদ করেন, যার ভেতর কুরআনের সামান্যতম অংশ বিদ্যমান নেই সে হচ্ছে বিরান ভূমির মতো।

কেউ না থাকার কারণে বিরান ভূমি যেমন শয়তানের ঠিকানায় পরিণত হা তেমনইভাবে কুরআন-শূন্য অন্তরও শয়তানের আশ্রয়স্থল হয়ে যায়। পাশ্চাতে আল্লাহর কালাম দ্বারা আবাদকৃত অন্তরের ধারে-কাছে শয়তান কখনো যেতে পারে না। আল্লাহর তাওফীকে সে ব্যক্তিকে কোনো ধারনের কষ্ট পৌছাতে পারেনা

৩. ইবনু মাসউদ রাযি. বলেন, মানুষের অন্তর হচ্ছে পাত্রের মত । তোমরা তোমাদের এ পাত্রকে কুরআন দ্বারা পূর্ণ করো, অন্য কিছু দিয়ে পুণ কোরো না

১. সুরা আনকাবুত, (২৯): ৪৯

২. সুনানুত তিরমিযী, ২৯১৩। ইমাম তিরমিযী আলগীকে হাসন সহীহ বসেছেন।

৩. ফাযাইলুল কুরআন, ৬৩, মুসান্নাফু ইবনি আবী শায়বাহ, মাওকুফ সহীহ।
অপেক্ষা করতে হবে।

* কুরআনের ইলম হচ্ছে ওষুধের মতো। যা পেটের ভেতর প্রবেশের পর রক্তের পথে মিলার পূর্ব পর্যন্ত কোনো কাজ করে না। এর কার্যকারিতা শুরু হওয়ার নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। আর মানুষের অন্তর হচ্ছে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের ন্যায়। ইলেকট্রনিক যন্ত্র যেভাবে চার্জ কিংবা কারেন্টের কানেকশন ছাড়া কাজ করে না, তেমনই অন্তরও কুরআন ছাড়া ভালো থাকে না।

৬. ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেন, আমি আমার জান্নাতকে আমার এ বুকের মধ্যে জারণ করি। আমি যেখানেই যাই তা আমার সাথে থাকে।
একটা গল্পে পড়েছিলাম এক বৃদ্ধা মহিলার ঈমানী দীপ্তি। বৃদ্ধ হয়েও।যিনি থেমে যাননি
এই কুরআনী ইলম অর্জন করার জন্য তিনি কত কঠোর অধ্যাবাশয় করেছেন যারা বৃদ্ধ বয়সে এসে বলেন আমরা কিছুই পারবোনা তাদের জন্য এই মহিলা একজন মডেল হতে পারে

*
পথ হারানো মহিলার ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুবারক (রঃ) বলেন: আমি একবার হজ্জে গিয়েছিলাম। সেখানে একটি রাস্তা অতিক্রম করার সময় দেখলাম এক বৃদ্ধা বসে আছে। বৃদ্ধার পরিধানে একটি পশমের কামিছ এবং একটি পশমী ওড়না ছিল। আমি তার কাছে গিয়ে সালাম করলাম। বৃদ্ধা জওয়াব স্বরূপ বললো--

سَلَامٌ قَوْلاً مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ

"দয়াবান রবের তরফ থেকে সালাম।"

(সূরা ইয়াসীন, ৫৮ আয়াত)

আমি বল্লাম "আল্লাহ্ আপনার উপর রহম করুন। আপনি এখানে বসে কী করছেন"?

তখন সে বল্লো--

وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ

"আল্লাহ্ যাকে পথহারা করেন তাকে পথ দেখাবার আর কেউ থাকে না।"

(সূরা আরাফ, ১৮৬ আয়াত)

আমি বুঝতে পারলাম মহিলাটি পথ হারিয়ে ফেলেছে তাই জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় যেতে চান আপনি?"

বললো--

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

"তিনি একটি পবিত্র সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রি বেলায় মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকছায় নিয়ে গিয়েছেন।"

(সূরা ইস্রা, ১ আয়াত)

বুঝতে পারলাম মহিলাটি হজ্জের কাজ শেষ করেছে--এখন সে বায়তুল মুকাদ্দস যেতে চায়। জিজ্ঞাসা করলাম, "কতক্ষণ এখানে বসে আছেন?"

বৃদ্ধা বললো--

ثَلَثَ لَيَالٍ سَوِياً

"পূর্ণ তিনটি রাত ধরে।"

(সূরা মারইয়াম, ৭৯ আয়াত)

আমি জিজ্ঞাসা করলাম--

"আপনার কাছে আহারের কিছু দেখছি না। কি খেয়ে কাটাচ্ছেন"?

জওয়াব দিলো--

هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيْنِ

"তিনি আমাকে খাইয়ে থাকেন এবং তিনিই আমাকে পান করিয়ে থাকেন।"

(সূরা শুআ'রা, ৭৯ আয়াত)

জিজ্ঞাসা করলাম, "কিসের দ্বারা অজু করে থাকেন?"

বৃদ্ধা তখন এই আয়াত পড়লো--

فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً

"পাক মাটি দিয়ে তখন তায়াম্মুম করে নিও।"

(সূরা নিসা, ৪৩ আয়াত)

আমি বললাম, "আমার কাছে কিছু খাবার আছে, খাবেন?"

জওয়াব স্বরূপ তেলাওয়াত করলো--

اتِمُّوا الصِيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

"রাত যখন হবে তখন এফতার করিও।"

(সূরা বাকারা, ৮৭ আয়াত)

আমি বল্লাম, "কিন্তু এটাতো রমজান মাস নয়।"

বৃদ্ধা তেলাওয়াত করলো--

وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

"যে-ব্যক্তি সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে নফল এবাদত করে থাকে আল্লাহ্ তার কদর করে থাকেন এবং তিনি সব জানেন।"

(সূরা বাকারা, ১৫৮ আয়াত)

আমি বললাম, "মুসাফির অবস্থায় ফরয রোযাও তো না-রাখা জায়েয আছে।"

মহিলা জওয়াব দিল-

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"(কত যে সওয়াব) তোমরা যদি জানতে তাহলে রোজা রাখাটাই ভাল মনে করতে।"

(সূরা বাকারা, ১৮৪ আয়াত)

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি আমার মত করে কেন কথা বলেন না?"

জওয়াব পেলাম-

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

"মানুষ যে কথাটিই বলছে খবরদারীর জন্যে তার কাছে একজন ফেরেশতা প্রস্তুত আছে।"

(সূরা কা'ফ, ১৮ আয়াত)

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি কোন্ গোত্রের লোক।"

সে বললো-

لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

"যে-বিষয়ে জানতে নাই সে-বিষয়ের পিছনে লাগিওনা।"

(সূরা ইব্রা, ৩৬ আয়াত)

আরজ করলাম, "ভুল হয়ে গেছে, আমি মাফ চাইছি।"

মহিলা বললো-

لَا تَشْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ

"আজ তোমাদের প্রতি কোন তিরষ্কার নাই। আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করে দিন।"

(সূরা ইউসুফ, ৯২ আয়াত)

আমি বল্লাম, "যদি চান তবে আমার উঁটনির পীঠে সওয়ার হয়ে আপনার দলের লোকের কাছে যেতে পারেন।"

বৃদ্ধাটি বললো-

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللّٰهُ

"তোমরা যা-কিছু ভাল কাজ কর আল্লাহ তা' জেনে থাকেন।"

(সূরা বাকারা, ১৯৭ আয়াত)

এই আয়াত শোনার পর আমি আমার উঁটনিকে বসালাম। কিন্তু মহিলা তার পীঠে সওয়ার হওয়ার আগে বললো-

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

"মোমেন ব্যক্তিদেরকে বলে দাও তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নীচের দিকে করে রাখে।"

(সূরা নুর, ৩০ আয়াত)

আমি আমার দৃষ্টিকে অবনত করে তাকে বললাম, "এবার সওয়ার হন।"

বৃদ্ধা সওয়ার হতে গেল। কিন্তু উটনি ভয় পেয়ে পালাতে উদ্যত হলো।

ধস্তা-ধস্তির ফলে বৃদ্ধার কাপড় ছিড়ে গেল। তখন মহিলা বললো-- مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ
"যত মছিবত এসে থাকে তা' তোমাদের আমলের কারণে।"

(সূরা শূরা, ৩০ আয়াত)

আমি বললাম, "একটু অপেক্ষা করেন উঁটনি বেঁধে দিচ্ছি তারপর সওয়ার হয়েন।"

সে বললো--

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَنَ

"এই সব বিষয়ের সমাধান আমি সুলাইমান (আঃ) কে শিখিয়ে দিয়েছি।"

(সূরা আম্বিয়া, ৭৯ আয়াত)

আমি উঁটনি ভাল করে বাঁধলাম। তারপর তাকে বললাম, "এবার সওয়ার হন।"

সে সওয়ার হয়ে এই আয়াত পড়লো--

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّالَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

"পবিত্র সেই সত্তা যিনি এইটাকে আমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন। আমাদের ক্ষমতা ছিল না তাকে আয়ত্ত করার। আর আমরা আমাদের পরওয়ারদেগারের কাছে নিঃসন্দেহে ফিরে যাবো।"

(সূরা যুখ্রাফ, ১৪ আয়াত)

আমি উঁটনির লাগাম ধরে হাঁটতে লাগলাম। খুব জোরে হাঁটছিলাম আর চিৎকার করে করে উঁটনি তাড়াচ্ছিলাম। এই দেখে বৃদ্ধা বললো-

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ

"স্বাভাবিক পন্থায় হাঁট আর তোমার স্বর অবনত কর।"

(সূরা লুকমান, ১৯ আয়াত)

এবার আমি আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলাম এবং কবিতার কয়েকটি ছন্দ গুণ গুণ করে গাইতে লাগলাম। এই দেখে মহিলাটি বললো--

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ "কোরআন থেকে যে অংশ সহজ মনে হয় তাই পড়।"

(সূরা মুয্যাম্মেল, ২০ আয়াত)

আমি বললাম, "আল্লাহ্পাক সত্যি আপনাকে নেককার মহিলা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন"।

তখন সে বললো--

وَمَا يَذَّكَّرُ الَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

"যাদের জ্ঞান আছে তারাই শুধু শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।"

(সূরা আল-ইমরান, ৭ আয়াত)

কিছুক্ষণ চুপ-চাপ চলার পর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার স্বামী আছে?"

মহিলা বললো--

لَا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ

"তোমরা এমন বিষয় জিজ্ঞাসা করিও না যা' প্রকাশ করা হলে তোমাদের কাছে খারাপ লাগতে পারে।"

(সূরা মায়েদাহ্, ১০১ আয়াত)
এবার আমি চুপ হয়ে গেলাম। যতক্ষণ কাফেলা না পাওয়া গেল আমি তার সাথে কোন কথা বললাম না। কাফেলা যখন সামনে দেখতে পেলাম তখন তাকে বললাম,

"এই যে সামনে কাফেলা এসে গেছে। এই কাফেলায় আপনার কে আছে?"

সে বললো--

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

"সম্পদ এবং পুত্র--এসব দুনিয়া-জীবনের বিলাসিতা।"

(সূরা কাহাফ, ৪৬ আয়াত)

আমি বুঝতে পারলাম এই কাফেলায় তার ছেলে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কী কাজ করে সে এই কাফেলায়?"

বৃদ্ধা জওয়াব দিল--

و علمت وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

"অনেক চিহ্ন আছে। আর নক্ষত্রের সাহায্যে তারা পথের নির্দেশ গ্রহণ করে থাকে।"

*বুঝতে পারলাম তার ছেলে এই কাফেলার পথ নির্দেশক 'রাহহবর'। মহিলাকে নিয়ে কাফেলার তাঁবুতে গেলাম। সেখানে বল্লাম, "বলুন এইবার এখানে আপনার কে আছে?"

স্ত্রীলোকটি বললো--

وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيْلاً وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا يَا يَحْى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ

"এবং আল্লাহ্ তা'লা ইব্রাহীমকে দোস্ত হিসেবে গ্রহণ করেছেন।"

(সূরা নিসা, ১২৫ আয়াত)
"আর মূসা (আঃ) এর সাথে আল্লাহ্ পাক কথা বলেছেন।"

(সূরা নিসা, ১৬৪ আয়াত)

"হে ইয়াহিয়া! সজোরে কেতাব ধারণ কর।"

(সূরা মারইয়াম, ১২ আয়াত)

এই আয়াতগুলি শোনার পর আমি চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম, "হে ইব্রাহীম। হে মূসা! হে ইয়াহিয়া।"

কিছুক্ষণ পর চাঁদের মত সুন্দর কয়েকজন নৌজোয়ান আমার সামনে এসে দাঁড়ালো।

আমরা যখন স্থির হয়ে আসন গ্রহণ করলাম তখন মহিলা তার ছেলেদেরকে বললো-

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَا تِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ

"এই টাকা দিয়ে তোমাদের মধ্যে হতে কাউকে শহরে পাঠাও। সে অনুসন্ধান করে দেখবে কোন্ খাবারটি অধিক পবিত্র। তখন সে তোমাদের জন্যে সেখান থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসবে।"

(সূরা কাহাফ, ১৯ আয়াত)

এই আয়াত শুনে তাদের মধ্যে থেকে একটি ছেলে উঠে গেল এবং

২০৩

কিছুক্ষণ পরে খাবার নিয়ে আসলো। খাবার আমার সামনে যখন রাখা হলো তখন মহিলাটি বললো--

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ

"সানন্দে খাও এবং পান কর। এগুলি তোমাদের সেই কাজের বিনিময় যে-কাজ তোমরা পূর্বে করে এসেছো।"

(সূরা আলহাক্কাহ্, ২৪ আয়াত)

আমি আর থাকতে পারলাম না। ছেলেদেরকে বললাম, "এই খাবার আমার জন্যে হালাল হবে না যতক্ষণ-না তোমরা এই মহিলার রহস্য বলছো।"

ছেলেরা বললো, "চল্লিশ বৎসর থেকে আমাদের মায়ের এই অবস্থা।

এই চল্লিশ বৎসরে তিনি কোরআন পাকের আয়াত ছাড়া একটি বাক্যও বলেননি। এই জন্যে এই নিয়ম তিনি পালন করছেন যেন জিহবা থেকে কোন অপ্রয়োজনীয় কথা বাহির না হয়ে পড়ে। তাহলে আল্লাহ্ নারাজ হবেন।" আমি বললাম-

ذَالِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءَ - وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

"এ সব আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহের নেয়ামত। যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন। আর আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহশীল মহান।"

(সূরা হাদীদ, ২১ আয়াত)

আল-আবশেহী (রঃ)। আল-মুস্তাতারফু ফি কুল্লে ফন। মুস্তাতরফ ১ম খন্ড ৫৬ ও ৫৭ পৃষ্ঠা। মিশর ১৩৬৮ হিজরী।

কোরআন ও হাদিস অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম ইলম ও কোরআন শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম পূর্ব যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সব জায়গায় কোরআন এর জ্ঞানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বয়স্কদের মাঝে কোরআন শিক্ষা না থাকার দরুন আমাদের

সমাজে বর্তমান পরিস্থিতি খুবই নাজুক আজকে যদি বৃদ্ধ বালক বালিকা থেকে শুরু করে সকল বয়সের মানুষের মাঝে কোরআন শিক্ষার পরিপূর্ণ পরিচর্যা থাকতো তাহলে আমাদের দেশটা আমাদের পরিবেশটা অনেক সুন্দর হতো তাই যারা এখন বয়স্ক হয়ে গেছেন তাই বলে ইলম এবং কুরআনের জ্ঞান অর্জন না করে মূর্খ থাকবেন তাহলে তো পরকালে অনেক কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে সেদিন কেয়ামতের দিন স্বয়ং রাসুল সাঃ কে শাকি হিসাবে দাঁড় করাবেন রাসূল সাল্লাহু সাল্লাম সাক্ষী দিবেন যারা কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করেনি তাদের বিরুদ্ধে বলবেন হে আল্লাহ আমারে উম্মত কোরআনকে পরিত্যাগ করেছি কি ভয়াবহ হবে সেদিন আমাদের যেদিন কেউ কারো উপকারে আসবে না আর স্বয়ং রাসূল সাঃ যদি আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয় তাহলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য

পরিশেষে আমি বলতে চাই

আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি প্রথমে কোরআন ভালোভাবে পড়তে পারতাম না এ ব্যাপারে আমার অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী দ্বীনি বোনেরা আমাকে আল্লাহর পথে ডেকেছেন এবং আল্লাহ আমাকে এই ৫০ বছর বয়সে কোরআন এবং দ্বীনি ইলম শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা (আই ও এম) থেকে অনেক কিছু শিখেছি কোরআনে ও ইলমের জ্ঞান হাদিস ফিক এসো আরবি শিখি উর্দু কোরআন ট্রান্সলেট ইত্যাদি অনেক বিষয় যা আমি আগে কখনোই জানতাম না মাশা আল্লাহ আমাদের (আই ও এম) এর শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ এবং উস্তাজাগন অনেক আন্তরিকতার সাথে আমাদেরকে এই ইলম জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন প্রত্যেক ওস্তাদ এবং উস্তাগণ কঠোর পরিশ্রম করেছেন আমরা তাদের জন্য আন্তর অন্তরের অন্তস্থল থেকে আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন তাদের সকলকে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় এবং দুনিয়ার সবচেয়ে সম্মানি সম্মানিতা বানিয়ে দেন আল্লাহ তায়ালা যেন তাদের সাথে আমাদেরকেও শরিক করেন আমিন বর্তমান সময়ে বয়স্কদের জন্য কোরআন শিক্ষা এবং বিভিন্ন রকমের এলেম শিক্ষার একটা আন্তর্জাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম (আই ও এম) যারা এখনো বয়স হয়ে গেছে এভাবে কোরআন শিখছেন না এবং সেই অনুযায়ী এলেম অর্জন করছেন না তারা আমাদের আইএম থেকে কুরআন সুন্নাহ আলোকে অনেক সুন্দর একটা জীবন গঠন করতে পারবেন কথিত আছে ইলম অর্জন করো দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত।

আল্লাহ তাআলার প্রতি অশেষ শুকরিয়া এবং নবী (সঃ সাল্লামের প্রতি অশেষ দূরদ এবং সালাম পেশ করে আমি আমার থিসিস লেখাটা সমাপ্ত করতে পারলাম আলহামদুলিল্লাহ।

আমার সহায়িকা গ্রন্থের নাম

১ঃ কোরআন অনুধাবন (পদ্ধতি ও সতর্কতা)
লেখক ডক্টর খালিদ বিন আব্দিল কারিম মোহাম্মদ
মুফতি জাওয়াদ আহমেদ অনূদিত।

২ঃ তালেবে ইলমের জীবন গঠন

মাওলানা ইব্রাহিম খলিল সম্পাদনা ও সংযোজনা মাওলানা মোহাম্মদ হেমায়েত উদ্দিন

৩ ঃ ব্যস্ততার এ যুগে ইলম অন্বেষণ

লেখক শাইখ মোহাম্মদ সালেহ আল মোনাজ্জিদ

৪ ঃ মুসলমানের হাসি

হযরত আশরাফ আলী থানবি রাহমাতুল্লাহ

৫ঃ আরো অন্যান্য পুস্তক থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।